রবিবার ৫ মার্চ ২০০০

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায়ঃ পেঙ্গুইন এ্যাডভার্টাইজিং

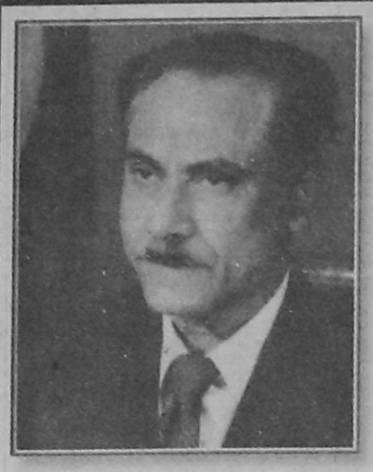

রাষ্ট্রপতি

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

"বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০০" উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

দেশের মুক্তিযুদ্ধে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর বীরত্বপূর্ণ অবদান জাতীয় ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যদের বীরত্ব ও দেশপ্রেম প্রশংসনীয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে রাইফেল্‌সের যে সকল সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। সীমান্ত প্রহরার কঠিন দায়িত্বসহ চোরাচালানরোধ এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় এ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশ ও জাতির সেবায় তাদের উৎসর্গীকৃত সেবা জনগণ প্রত্যাশা করে।

বিডিআর সদস্যদের নতুন কর্মপ্রেরণা ও উদ্যম সৃষ্টিতে বিডিআর সপ্তাহ ২০০০ সহায়ক বলে আমি মনে করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

স্বরাষ্ট্র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০০" উপলক্ষে আমি রাইফেল্‌স বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

"বাংলাদেশ রাইফেল্‌স" আমাদের সীমান্তের সুনিশ্চিত রক্ষক। এ বাহিনীর সদস্যরা চোরাচালান দমন, সীমান্ত আইন, অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যে প্রচেষ্টা ও কর্তব্য নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন তা প্রশংসার দাবীদার। জন্মলগ্ন থেকে এ বাহিনী নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এসে আজ এক গৌরবময় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী এই বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির সেবায় অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই কামনা করছি।

এম এম রেজা

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর বিগত বছরের কার্যক্রম

ভূমিকা

১। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স দেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি আধাসামরিক বাহিনী। দেশের সীমান্তরক্ষা ও চোরাচালান দমনসহ অন্যান্য সীমান্ত সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে এ বাহিনীর রয়েছে দু'শতাধিক বছরের সুমহান গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উঁচু নীচু ও বন্ধুর সুদীর্ঘ ৪,৪২৭ কিলোমিটার সীমান্ত রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় দায়িত্ব পালন করছে এই বাহিনীর সদস্যগণ। এছাড়াও তারা দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার জন্য অত্যন্ত কঠোর হস্তে চোরাচালান দমন করে চলেছে। অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে সময়োপযোগী ও সুস্পষ্ট অবদান রেখে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স।

২। ১৭৯৫ সালে 'রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন' নামে এ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ, সংগঠন ও নামে একাধিকবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১৮৭৯ সালে 'স্পেশাল রিজার্ভ কোম্পানী' নামে এই বাহিনীর পূর্বসূরীগণ পিলখানার মনোরম শ্যামল সবুজ ছায়ায় প্রথম ঘাঁটি স্থাপন করে।

৩। ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই বাহিনীর বীরত্বের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে। রক্তস্নাত স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৯ জন সৈনিক শহীদ হন এবং অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৮ জন বীর প্রতীক পদকে ভূষিত হন।

৪। স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে পুণর্গঠনের নিমিত্তে বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের সদস্যগণ অদম্য উৎসাহে আত্মনিয়োগ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ৩রা মার্চ এই বাহিনীর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ রাইফেল্‌স'। ১৯৯৭ সালে সনাতন খাকী পোষাক পাল্টিয়ে তিন রং এর ছাপা পোষাকে সজ্জিত করা হয়েছে এই বাহিনীকে। বিগত বছরে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহের উপর নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

সীমান্ত রক্ষায় বিডিআর এর সাফল্য

৫। সীমান্ত রক্ষায় পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বিগত বছর দেশের অখন্ডতা রক্ষা এবং সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিহত করা, বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের জোরপূর্বক এদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণের অপচেষ্টা প্রতিরোধ, সীমান্তে উস্কানীমূলক গুলিবর্ষন প্রতিহত করন, নারী ও শিশু পাচার রোধ, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুষ্কৃতিকারী আটক, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শরনার্থীদের পুনর্বাসনে রাইফেল্‌স সদস্যগণ অত্যন্ত কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।

৬। গত বছরে সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় বি এস এফ কর্তৃক বেশ কয়েকটি সীমান্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে বি ডি আর কর্তৃক তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সীমান্তে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরণের কয়েকটি ঘটনায় বিডিআর সৈনিক আহত ও শহীদ হয়েছে।

৭। **হিলি রেলওয়ে ষ্টেশনে পাকা দেয়াল নির্মাণঃ** বৃটিশ শাসনামলে হিলি রেলওয়ে ষ্টেশন এলাকায় একটি পাকা দেয়াল নির্মাণ করা হয়। দেয়ালটি শূন্য রেখার মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় দীর্ঘদিন যাবত মেরামত/সংস্কারের অভাবে তার অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হওয়ার পথে ছিল। দেয়ালটি না থাকার কারণে উভয় দেশের নাগরিকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ ইত্যাদি রোধ করা সম্ভব হতো না। অতঃপর দীর্ঘদিন বিডিআর-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর, অতি সম্প্রতি বিএসএফ কর্তৃপক্ষ উক্ত দেয়ালটি পুণঃনির্মাণের ব্যাপারে সম্মত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে গত ২৮ মে ৯৯ মাসে দ্রুত গতিতে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় এবং ০৩ অক্টোবর ৯৯ তারিখে ১৩৮০ ফুট দৈর্ঘ্য, ১০ ফুট উঁচু এবং ১০ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট দেয়ালটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

৮। **দহগ্রাম-আঙ্গর পোতা ছিট মহলের মধ্যে বিওপি স্থাপন ঃ** আঙ্গর পোতা এলাকার অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে উক্ত এলাকায় একটি বিওপি নির্মাণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে ২২ জুন ৯৯ তারিখে বিডিআর মহাপরিচালক সহ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আঙ্গরপোতা বিওপি উদ্বোধন করেন।

৯। **তিনবিঘা করিডোরের গেট খোলা ঃ** দিল্লী চুক্তি-১৯৭৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণাংশ এবং তৎসংলগ্ন ছিটমহল ভারতকে হস্তান্তর করলে, ভারত আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম ছিটমহল বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে। কিন্তু চুক্তির শর্তানুযায়ী উক্ত ছিটমহল যাতায়াতের একমাত্র পথ-তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশকে হস্তান্তর করেনি। শুধুমাত্র দিনের বেলায় এক ঘন্টার ব্যবধানে একবার করিডোরের গেট খুলে দেয়া হত। এতে ছিটমহলবাসীদের সমস্যার তেমন কোন সমাধান হতো না। প্রাক্তন মহাপরিচালক বিডিআর এর দায়িত্ব গ্রহণের পর বিষয়টি মহাপরিচালক বিডিআর/বিএসএফ পর্যায়ের সম্মেলনে একাধিকবার আলোচনা হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতি আধাঘন্টা পর পর করিডোর গেট খুলে রাখার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সম্মত করা সম্ভব হয়, যা বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া করিডোর গেট সব সময় (২৪ ঘন্টা) খুলে রাখার বিষয়টিও বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

১০। **নতুন বিওপি নির্মাণ ঃ** বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে বিএসএফ এর তুলনায় বিডিআর এর সীমান্ত ফাঁড়ীর সংখ্যা খুবই নগন্য, যার প্রেক্ষিতে অনেক সময় বিএসএফ/ভারতীয় নাগরিকেরা অগ্রাসন মূলক তৎপরতার সুযোগ পায়। বিষয়টি অনুধাবন পূর্বক মহাপরিচালক বিডিআর বিওপি সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তদনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। মহাপরিচালক এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত ১৮ টি বিওপির জমি অধিগ্রহণ/স্থাপন, ০২টি নতুন বিওপি স্থানান্তর এবং ০১টি স্পেশাল ক্যাম্প স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

১১। **জয়পুরহাট এলাকায় ব্যাটালিয়ন স্থাপনঃ** জয়পুরহাট এলাকায় একটা বিস্তৃত অঞ্চল দিনাজপুর ও রাজশাহী এলাকায় অবস্থিত ব্যাটালিয়ন হতে পর্যবেক্ষণে রাখা হতো। কিন্তু অধিক দূরত্ব এবং দায়িত্বপূর্ণ এলাকা বিস্তৃত হওয়ার কারণে উক্ত জয়পুরহাট এলাকার আধিপত্য বজায় রাখা খুবই কষ্টকর ছিল। বিষয়টি বিবেচনা করে উক্ত এলাকায় একটি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। তদনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের প্রেক্ষিতে জয়পুরহাট জেলা সদরে ২৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। বর্তমানে ব্যাটালিয়নের স্থাপনা সমূহ নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

১২। **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কর্তব্যে সৈনিক মোতায়েন ঃ** বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর মুখ্য দায়িত্ব দেশের সীমান্ত রক্ষা এবং চোরাচালান দমন করা হলেও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে বিডিআর সদস্যগণ পুলিশের পাশাপাশি অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। গত ০১ জানুয়ারী ৯৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ৯৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৮৩ দফায় ৭১০ প্লাটুন বিডিআর সৈনিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মোতায়েন করা হয়। এ ছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে পুলিশের সাথে বিশেষ অভিযান পরিচালনার জন্য ১৬ প্লাটুন বিডিআর সৈনিক গত ১৯ এপ্রিল ৯৯ তারিখ হতে ২৫ অক্টোবর ৯৯ তারিখ পর্যন্ত মোতায়েন ছিল এবং ঢাকার যানজট নিরসনের জন্য গত ২৮ অক্টোবর ৯৮ হতে ২২ জানুয়ারী ৯৯ পর্যন্ত প্রতিদিন ১২০ জন সৈনিক ০৫ ফিট এ এবং ০৬ সেপ্টেম্বর ৯৯ হতে ০৯ সেপ্টেম্বর ৯৯ পর্যন্ত প্রতিদিন ৫৪ জন সৈনিক নিউমার্কেট, ধানমন্ডি ও গাবতলী এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি মোতায়েন থেকে দায়িত্ব পালন করেছে।

১৩। **পৌরসভা সহ অন্যান্য নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে বিডিআর মোতায়েন ঃ** ১৯৯৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে ১৪৩ প্লাটুন বিডিআর সৈনিক মোতায়েন করা হয়। তাছাড়া জাতীয় সংসদের ৭৩, মেহেরপুর ০১ আসনের উপ-নির্বাচন উপলক্ষে ০৮ প্লাটুন, জাতীয় সংসদের ২১২, ফরিদপুর ৪ আসনের উপ-নির্বাচন উপলক্ষে ১০ প্লাটুন, জাতীয় সংসদের ১৪০, টাঙ্গাইল-৮ আসনের উপ-নির্বাচন উপলক্ষে ১৫ প্লাটুন, জাতীয় সংসদের ৫৬ রাজশাহী-৫, জাতীয় সংসদের ৬৭, সিরাজগঞ্জ-৭ এবং জাতীয় সংসদের ১৬৫ কিশোরগঞ্জ-১ এ মোট ২৭ প্লাটুন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ১৮ প্লাটুন বিডিআর সৈনিক মোতায়েন থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা পূর্বক সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করে।

১৪। **বাংলাদেশ/ভারত এবং বাংলাদেশ/মায়ানমার সীমান্ত সম্পর্ক উন্নয়নে বিডিআর এর কার্যক্রম ঃ** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৪১৫৬ কিঃ মিঃ এবং বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে ২৭১ কিঃমিঃ সীমান্ত আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে অপরাধ প্রবণতা সচরাচর বেশী লক্ষ্য করা যায়। এ সমস্ত সীমান্ত এলাকায় অপদখলীয় এলাকা, অমিমাংসিত ভূমি, চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ, ফায়ারিং, হত্যা, অপহরণ, চুরি-ডাকাতি, গবাদি পশু ছিনতাই ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান থাকে। এ সমস্ত সমস্যা সমূহ ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তদানিন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক সম্পাদিত সীমান্তচুক্তি ও ১৯৭৫ সালে সম্পাদিত যুগ্ম নির্দেশাবলীর আলোকে স্থানীয় কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনা এবং পরবর্তীতে মহাপরিচালক ও উপ-মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। তদুপরি যে সমস্ত সমস্যা উভয় বাহিনীর মধ্যে সমাধান যোগ্য নয়, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অতি সম্প্রতি বিডিআর/বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপরোল্লিখিত সমস্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করা হয় এবং ফায়ারিং, হত্যা, চোরাচালান, চুরি-ডাকাতি, নারী শিশু পাচার, অস্ত্র চোরাচালান, অপহরণ, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধ রোধ করার লক্ষ্যে উভয় মহাপরিচালক একমত পোষণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের মধ্যে সীমান্ত অল্প হলেও উক্ত সীমান্তে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

১৫। **ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পুশ-ইন কার্যক্রম প্রতিরোধ ঃ** ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ১৫ সেপ্টেম্বর ৯২ হতে ভারতে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষী তথাকথিত বাংলাদেশীদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশ-ব্যাক করার চেষ্টা করে। তারা এ ব্যাপারে প্রথমে 'অপারেশন পুশ-ব্যাক' নামে একটি অপারেশনের পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে, যা পরবর্তীতে 'অপারেশন ডিপোর্ট' নামে নতুন নামকরণ করা হয়। এই অপারেশনের অংশ হিসাবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ০১ জানুয়ারী ৯৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ৯৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে মোট ১৩৪ বার পুশ-ইন করার পদক্ষেপ নেয় এবং ৩৮২ জন পুরুষ/নারী/শিশুকে পুশ-ইন করার চেষ্টা করে। বিডিআর এর প্রবল বাঁধার কারণে বিএসএফ এর উক্ত পুশ-ইন পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

১৬। **নারী ও শিশু পাচার ঃ** গরীব ও অসহায় নারী ও শিশুদেরকে চাকুরী, বিয়ে বা অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ে প্রলুব্ধ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে বা বিদেশে পাচার করে দেয়া বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিরাট উদ্বিগ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এদের সনাক্ত করা খুবই কষ্টকর, তবুও এ ব্যাপারে বিডিআর সদস্যগণ বিশেষ তৎপর ও সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। বিডিআর সদস্যগণ বাংলাদেশ হতে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে পাচারকালে সীমান্ত এলাকা হতে গত ০১ জানুয়ারী ৯৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ৯৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ১৭১ জন নারী ও শিশুকে উদ্ধার করে এবং এ সংগে সংশ্লিষ্ট ২৬০ জন পাচারকারীকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

১৭। **অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ঃ** দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য হিসাবে বিডিআর সৈনিকগণ এ ব্যাপারে সর্বদা সজাগ। গত ০১ জানুয়ারী ৯৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ৯৯ পর্যন্ত রাইফেল্‌স এর সদস্যগণ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা এবং গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে ৯২ টি বিভিন্ন প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র, ১২টি যন্ত্রাংশ, ৪৬ রাউন্ড গোলাবারুদ, ০৪ টি বোমা ও ৩০৫ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার এবং এ ঘটনার সাথে জড়িত ১২৪ জন আসামীকে আটক করতে সক্ষম হয়।

১৮। **সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় মালামালসহ ভারতীয় পুলিশের কর্মকর্তা আটক ঃ** গত ০১ নভেম্বর ৯৯ তারিখে বিডিআর চাঁদপুর বিওপির একটি টহলদল টহলে গিয়ে সীমান্ত পিলার নং ১২০০/৪-এস এ ১০০ গজ অভ্যন্তরে ৪১২ ব্যাগ কয়লা স্তুপিকৃত দেখতে পায়। কিছুক্ষণ পরে ভারতীয় পুলিশের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং একজন কনষ্টেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে উক্ত কয়লা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে এবং বিডিআর টহল দলের সংগে রূঢ় আচরণ করে। এক পর্যায়ে উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার ব্যক্তিগত পিস্তল দ্বারা টহল দলের উপর গুলি করার চেষ্টা করলে টহল দল পিস্তল সহ তাদের আটক করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উক্ত এলাকায় বিএস এফ দুই দফায় বিডিআর বিওপির উপর এলোপাথাড়ী গুলি বর্ষণ করে এবং বিডিআর সৈনিকগণও পাল্টা জবাব দেয়।

১৯। **মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন ঃ** প্রাক্তন মহাপরিচালক বিডিআর এর দায়িত্ব ভার গ্রহণের পূর্বে মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের কোন অনুমোদন ছিল না। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ সীমান্ত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ প্রতিপালন না করলে তাদেরকে দায়ী করা সম্ভব হতো না। অতঃপর মহাপরিচালক বিষয়টি অনুধাবন পূর্বক মন্ত্রনালয়ে সীমান্ত সম্মেলনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ পূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে সর্বপ্রথম ১৯৯৭ সালে ৮-১২ এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সীমান্ত সম্মেলনের কার্যবিবরনী উভয় মহাপরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়, যা অদ্যাবধি বহাল আছে।

২০। **চোরাচালান দমনে সাফল্য ঃ** চোরাচালান বাংলাদেশের জন্য একটি ব্যাপক আর্থ-সামাজিক সমস্যা। চোরাচালান কেবল দেশের অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশকেই বাঁধা দেয় না, এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোরও অবনতি ঘটে এবং চাহিদা, যোগান ও উৎপাদনের আনুপাতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। গত বছর কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে চোরাচালান দমন তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে সর্বমোট ১৪৩,৮৬,০৯,৭৫৩/- টাকার মালামাল ও ১৪২৯ জন চোরাকারবারী আটক করা হয়েছে। মামলা দায়ের করা হয়েছে ২৯,৬৬২টি।

২১। **মাদক দ্রব্য আটক ঃ** ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যগণ ১,১৪,০১৪ বোতল ফেন্সিডিল, ৩২,০৭৭ বোতল মদ, ০'৮৬৭ কেজি হিরোইন, ১,৯৩১,৫৫৫ কেজি গাঁজা, ৭৬০টি ড্রাগ ইন্‌জেকশন এবং ১,১২৩টি পেথেড্রিন ইন্‌জেকশন আটক করে।

২২। **খেলাধুলা ঃ** বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যরা খেলাধুলার অঙ্গনে একটি ঐতিহ্যবাহী নাম। ক্রীড়াঙ্গণে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স যথেষ্ট অবদান রেখেছে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা প্রতিবৎসর একাধিক খেলায় চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব ও সাফল্য অর্জন করেছি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৯৯৯ সালে জাপান জুডো ফেডারেশনের আমন্ত্রণে আমাদের সংস্থার হাবিলদার আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশের পক্ষে জাপান ফাউন্ডেশন প্রোগ্রাম ফর জুডো ইন্ট্রাকটর প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্ব সনদ অর্জন করেছে। তাছাড়া জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর খেলোয়াড়গণ সংবাদ শিরোনামে এসে এ সংগঠনের জন্য বয়ে এনেছে সম্মান ও গৌরব। জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯৮ সালে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় আমাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর দীর্ঘদিনের একতরফা প্রাধান্য ভেঙ্গে দিয়ে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স দল চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৯৯ সালে এ বাহিনীর খেলোয়াড়গণ জাতীয় পর্যায়ে হ্যান্ডবল ও কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ব্যক্তিগত সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। তাছাড়া, প্রিমিয়ার লীগ প্রতিযোগিতায় হ্যান্ডবল এবং ভলিবল এ প্রথম স্থান, স্বাধীনতা দিবস ভলিবল এবং কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২৩। **অন্যান্য ঃ** বন্যা কবলিত এবং ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় উদ্ধার এবং ত্রাণ বিতরণ কাজে বিডিআর সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। বিগত বছরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যায় কবলিত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ এবং ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের উদ্ধার ও পুণর্বাসন কাজে বিডিআর সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

২৪। **উপসংহার ঃ** 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর অকুতোভয় সৈনিকগণ গভীর দেশপ্রেম এবং কর্তব্যনিষ্ঠায় সর্বদাই নিবেদিতপ্রাণ। শুধু যুদ্ধের ময়দানে কিংবা সীমান্ত প্রহরাতেই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত ও বিপন্ন মানুষের সেবায় সর্বোপরি দেশের যে কোন প্রয়োজনে এ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ এগিয়ে এসেছে সকলের সংগে একাত্ম হয়ে। বাঙ্গালী জাতির গৌরব বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ এবং বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ অম্লান করে রেখেছে রাইফেল্‌স বাহিনীর অতীত ঐতিহ্যকে। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতীয় স্বার্থে বিগত বছরেও আত্মবিসর্জন দিয়েছে এ বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমরা এ বাহিনীর সকল বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। অতীতের সাফল্যকে পাথেয় করে সোনালী ভবিষ্যতের জন্যই আমাদের পথচলা। মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ রাইফেল্‌স সদস্যগণ অনাগত ভবিষ্যতেও তাদের উপর অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে।

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-২০০০" উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দুশত বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পেরিয়ে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স আজ একটি সুসংহত ও বলিষ্ঠ সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ সুদীর্ঘ সময়ে এ বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন নামে কৃতিত্বের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধের প্রথম প্রহরেই এই বাহিনীর সৈনিকগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে। পিলখানাসহ বিভিন্ন রণাঙ্গনে শহীদ হয়েছিলেন শত শত সৈনিক। তাদের এই অপরিসীম অবদান এদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আজকের এই শুভদিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে দু'জন বীরশ্রেষ্ঠ সহ রাইফেল্‌স এর সেই সকল শহীদ সৈনিকগণকে স্মরণ করছি যাঁদের চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছিল।

দেশের সীমান্ত রক্ষা, চোরাচালান দমন, অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার কাজে এ বাহিনী সদা প্রস্তুত। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে সরকার নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিককালে পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্র